মিডিয়ায় তিন দশক “এনালগ থেকে স্মার্ট যুগে”

সময়ের নিরন্তর প্রবাহে থামতে হয় কখনো প্রয়োজনে, কখনো অপ্রয়োজনে। এরই মাঝে ঘটে যায় বহু ঘটনা। যা রয়ে যায় স্মৃতি হয়ে। সেই স্মৃতি ধরে রাখতে হয় জীবনের প্রয়োজনে। না হলে জীবনটা হয়ে ওঠে নিরানন্দময়। প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক হুমায়ন আহমেদ বলেছেন “জীবনে কিছু কিছু প্রশ্ন থাকে যার উত্তর কখনো মিলেনা, কিছু কিছু ভুল থাকে যা শোধরানো যায়না, আর কিছু কিছু কষ্ট থাকে যা, কাউকে বলা যায়না”।

কথাগুলো এজন্যই বললাম আমাদের ঘটে যাওয়া স্মৃতিগুলো আর জীবনের কষ্টগুলো প্রতিনিয়তই আমাদের হাসায়-কাঁদায়।
আমি ৯০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে অনেকটা শখের বসেই এসেছিলাম সংবাদপত্রের জগতে। কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক শিকল পত্রিকা দিয়ে শুরু হয় এই জগতে পদার্পণ। এখন অনেক অনুজ সাংবাদিক ডেকে থাকেন সিনিয়র বলে। অর্থাত, বয়স যে বেড়েছে সেটা বুঝতে আর বাকি নেই। যাইহোক, আজকের লেখার বিষয়টি একেবারেই নিজেকে নিয়ে। দেখতে দেখতে প্রায় তিন দশক পূর্ণ হতে চলেছে আমার সাংবাদিকতা। এটা আমার কাছে ছোট্ট সময় মনে হলেও এই সময়ের মধ্যে পার হয়েছে বেশ কয়েকটি সরকার। পরিবর্তন হয়েছে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা। আমরা এনালগ যুগে আমাদের সাংবাদিকতা শুরু করলেও ডিজিটাল যুগ পার করে এখন অবস্থান করছি স্মার্ট যুগে। আসলে এখন কালেরধারায় বদলেছে আমাদের সাংবাদিকতা। এক সময়ের প্রিন্টের পত্রিকার কদর উবে গিয়ে এখন দিনদিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে মোবাইল সাংবাদিকতা। বাঁশি খবর নয়, স্মার্ট যুগের মানুষের রুচি পাল্টেছে একেবারেই আনকোরা খবরের। তারা ঘটনার সাথে সাথে দেখতে চাচ্ছে ভিডিও এবং স্থিরচিত্র।

অনেকের মনে আছে জাপানের ইয়াসিকা ক্যামেরা আর সনি ব্রান্ডের টেপরেকর্ডারে কথা। ওই সময়ে এইগুলো থাকা মানে সে ছিল স্মার্ট সাংবাদিক। সময়ের কারণে ওগুলো এখন ইতিহাস।

একটি স্মার্ট মোবাইল ফোন মানেই একজন স্মার্ট সাংবাদিক। তবে, এটাকে নেগেটিভভাবে দেখারও কিছু নেই। এটা যুগের পরিবর্তন। সবকিছু বদলে যাবে, নতুনরা আসবে এই জায়গাগুলো পুরণ করতে। তবে, মোবাইল সাংবাদিকতা দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও আমি কিছুটা শংকিত। আমার

কাছে কেনো যেনে মনে হচ্ছে এর একটা বিরুপ প্রতিক্রিয়াও তৈরী হচ্ছে পাঠক সমাজে। কারণ, এই সাংবাদিকতা সমাজের ঘটে যাওয়া কিছু তথ্যচিত্র সমাজকে বিভ্রান্তও করছে। অথচ, অকেগুলো বিষয় মাথায় রাখা উচিৎ একজন সাংবাদিককে। একজন সাংবাদিককে খাটি দেশপ্রেমিক হওয়া উচিৎ। দেশের ক্ষতিসাধিত হয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি হয়, সংবাদকে কেন্দ্র করে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, গুজব সৃষ্টি হয় এমন মিথ্যা তথ্য পরিবেশনসহ সংবেদনশীল বিষয়গুলো এড়িয়ে চলা অত্যন্ত জরুরী। প্রকৃত অর্থেই জাতির বিবেকের দায়িত্ব পালন করতে হবে সাংবাদিকদের।

৯০‘র দশকের মাঝামাঝি সময়ে সাংবাদিকতার একটা মোহে পড়েছিলাম আমি। মনে হয়েছিলো সমাজের সমস্ত অন্যায়, অপরাধ, অনিয়ম, দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব কলমের শাসনে। এছাড়া এলাকার উন্নয়নে শরিক হওয়ার পাশাপাশি সমাজের নির্যাতীত নীপিড়িত মানুষের পক্ষেও কথা বলা যায়। মানুষের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি সমাজের মানুষেকে মানবিক সেবা দান করা যায়।

৯০ র দশকের সেই শারীরীক সক্ষমতা এখন আর নেই। তবে অধ্যায়টা এখন আমার কাছে সোনালী স্মৃতি। আর এটাই আমার কাছে গর্ব।

আমরা এখন ডিজিটাল দেশে থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে অবস্থান করছি। আর এই স্মার্ট বাংলাদেশে এখন অনেক অনলাইন পোর্টাল, অনলাইন এসব নিউজ পোর্টালের সাথে যুক্ত হয়েছে মাল্টিমিডিয়া। দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা, ইউটিউব চ্যানেল, স্যাটেলাইট টেলিভিশনের সাথে যুক্ত হয়েছে আইপি টিভি। এসব গণমাধ্যমে হাজার হাজার সংবাদকর্মী কাজ করছেন। সংবাদপত্র শিল্পে এখন অনেক মানুষের জীবন জীবিকার সংস্থানও হয়েছে।

কিন্তু সাংবাদিকতার মানদন্ড নীচে নামতে নামতে এখন এমন এক পর্যায়ে পৌছেছে যে, তা আর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এসব নিউজ পোর্টালের বেশিরভাগ সাংবাদিকই অপ্রশিক্ষিত, সঠিক শিক্ষা সনদবিহিন, অপেশাদার ও ভিন্নপেশার লোক। বেশিরভাগ অনলাইন সাংবাদিকতার মান এখন অনেকটাই অরুচীকর, পেশাদারিত্বহীন।

মেইন স্ট্রিমের শতাধিক জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকা মূলধারায় অবিচল থাকলেও সারা দেশে হাজার হাজার অনিয়মিত পত্রিকা, নিবন্ধনহীন অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং ফেসবুক পেজ ইয়োলো জার্নালিজমকে স্থায়ী রুপ দিতে রিতিরকম যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এসব অখ্যাত অনিয়মিত

পত্রিকা, নিউজ পোর্টাল ও ফেসবুক পেজ বন্ধে প্রকৃত পেশাদার সাংবাদিক এবং সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে। পদক্ষেপ না নিলে গোটা সাংবাদিক সমাজই জাতির কাছে বিরাট এক প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন। এক সময় গোটা জাতি তথ্য সন্ত্রাসে আক্রান্ত হবেন।

সাংবাদিকতা পেশা একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশা। এ পেশায় ভোগ বিলাশী জীবন যাপনের কোন সুয়োগ নেই। পত্রিকা বা টিভি চ্যানেল থেকে যে বেতন ভাতা পাওয়া যায় তা দিয়ে জীবন ধারণ করা অতি কষ্টকর। সম্মানে অতি উচু হলেও বেতন ভাতায় অতি নীচুতা গ্রাস করে আছে এই পেশাটাকে। মুল ধারার হাতে গোনা কিছু জাতীয় দৈনিক ও টিভি চ্যানেলে পেশাদার সাংবাদিকদের বেতন ভাতা সুনিশ্চিত থাকলেও অন্যান্য হাজার হাজার পত্রিকা এবং কিছু টিভি চ্যানেলে সেই নিশ্চয়তা একদমই নেই। ফলে অনেক পেশাদার সাংবাদিক জীবন জীবিকার চাহিদা মেটাতেই যুক্ত হচ্ছেন আরেকটি পেশার সাথে।
সাংবাদিকতাটাকে পার্টটাইম জব হিসবে বেচে নিচ্ছেন অনেকে। আসলে পেটে ক্ষুধা থাকলে মাথায় শুভচিন্তা আসে না। পেশার সম্মান বজায় রাখতে হলে সাংবাদিকদের অর্থনেতিক বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে। এটা সুনিশ্চিত করতে পত্রিকা বা টিভি চ্যানেলের মালিক পক্ষকেই এই দায় নিতে হবে।

আমরা দেখেছি সব পেশাতেই ঝুঁকি ভাতা রয়েছে। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাংবাদিকরা প্রতি নিয়ত আক্রান্ত হচ্ছেন। প্রান নাশেরও হুমকি পান। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেকেই শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। অথচ, সাংবাদিকদের নিরাপত্তার জন্য দেশে আজোও তৈরী হয়নি “সাংবাদিক সুরক্ষা আইন“। তবে, বর্তমান সরকার এখন বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ নিচ্ছেন। আমরা দেখেছি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সময় সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে থাকেন। এজন্য তাদের প্রাণ পর্যন্ত দিতে হচ্ছে অথচ, সাংবাদিকদের জন্য এখন পর্যন্ত কোনো বীমা ব্যবস্থা নেই দেশে।

সাংবাদিকতাতে আসার কথা ছিল শিক্ষিত, চৌকস, মেধাদীপ্ত যুব সমাজকে। বিভিন্ন কারনে এসব শিক্ষিত ও মেধাবী সমাজটা এই পেশাটিকে এড়িয়ে চলেন। আর এই সুযোগে মেট্রিক পাশ বা অর্ধ শিক্ষিতরা বিনা বেতনে সাংবাদিক বনে যাচ্ছেন।

এক্ষেত্রে কিছু অখ্যাত দৈনিক পত্রিকা ৫ শ বা ১ হাজার টাকার বিনিময়ে সাংবাদিক তৈরী করছে। নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ ও বাজারজাত

না করতে পারলেও কার্ড বাণিজ্যের মাধ্যমে তারা জন্ম দিচ্ছেন অর্ধ শিক্ষিত বা বিনাবেতনের অসংখ্য সাংবাদিক। ফলে সাংবাদিক পেশার মর্যাদা ক্ষুন্ন হচ্ছে।

গাংনীতে দু’বছরেও শেষ হয়নি প্রায় ৫ কোটি টাকার ব্রিজ নির্মাণ কাজ

নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার যুগিদা- কুচুইখালী ব্রিজের নির্মাণ কাজ না হওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছে অন্তত ২০ গ্রামের কয়েক লাখ মানুষ। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মাত্র ২০ ভাগ কাজ শেষ করে অর্ধেক বিল তুলে নিয়েছেন। মাঝে মধ্যে দু একজন শ্রমিক এসে কাজ করে চলে যান। তবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে কাজ সম্পন করার তাগিদ দেয়া ছাড়াও কাজের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে বলে দাবী করেছেন গাংনী উপজলা প্রকৌশল অফিস।

জানা গেছে, ২০২১-২২ অর্থ বছরর বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে অনূর্ধ ১০০ মিটার ব্রিজ প্রকল্পের আওতায় ৬৩ মিটার ব্রিজ নির্মাণের কাজ পায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী। সে অনুযায়ি গাংনীর যুগিদা- কুচুইখালী রাস্তার ছেউটিয়া খালের উপর ব্রিজ নির্মাণ কাজ শুরু হয়। কামার জানি সুমন জেভি নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ২০২২ ফেব্রুয়ারি মাসে কাজ শুরু করেন। যার প্রাক্কলিত ব্যায় ধরা হয় চার কাটি ৭১ লাখ টাকা।

মাত্র কয়েকজন শ্রমিক দিয়ে কাজ করায় অদ্যাবদি মাত্র ২০ শতাংশ কাজ করা হয়। পুরাতন ব্রিজটি অকেজো ও চলাচলের অযোগ্য হওয়ায় ব্রিজ নির্মানের উদ্যোগ নেয়া হলেও তা ভেস্তে গেছে। ওই ব্রিজের ওপর দিয়ে অন্তত: ২০ গ্রামের কয়েক লাখ লোক চলাচল করেন। এদের মধ্যে সিংহভাগই রয়েছেন শিক্ষক শিক্ষার্থী চাকরীজীবী ও ব্যবসায়ী। পুরাতন ব্রিজ ভেঙ্গে ফেলা ও বাইপাশ না থাকায় বিব্রতকর পরিস্থিতে পড়ছেন এলাকাবাসী।

জুগিদা গ্রামের ব্যবসায়ী মফিজুল ইসলাম জানান, ব্রিজটি না হওয়ায় এলাকার মানুষের নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা ও কৃষি পণ্য পরিবহণে নানা ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। কয়েক কিলোমিটার ঘুরে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন করায় অনেক খরচ বেড়েছে। একই কথা জানালেন শিক্ষক সিয়াম ও শিক্ষার্থী আবু জাফর। তারা বলেন, ব্রিজটি নির্মিত হলে এলাকাবাসী সব ধরনের সুবিধা পেতো অথচ এটা এখন সবার গলার কাঁটা হয়ে দাড়িয়েছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোকজন তিন থেকে চার দফায় কাজ করতে আসেন। দুয়েকদিন কাজ করে চল যায়। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কাছে শ্রমিকদের টাকা বকেয়া পড়ে যাওয়ায় কোন শ্রমিক আর কাজ করতে চাইছেন না।

কচুইখালি গ্রামের ইজিবাইক চালক রুপক বলেন, ভাঙ্গা ব্রিজের ওপর দিয়ে চলাচল করা যায় না। ব্রিজের এপার থেকে ওপারে যেতে ১০ গ্রাম ঘুরতে হয়। সাইকেল মোটরসাইকেল নিয়েও যাওয়া কষ্টকর। বাঁশবাড়িয়া গ্রামের ট্রাক্টর চালক সালাম জানান, চিৎলা বাহাগুদা কচুইখালি এলাকার মাঠ চাষের জন্য যেতে হয়। শুধু ব্রিজটি শেষ না হওয়ায় ৮/১০ কিলোমিটার ঘুরতে হয়। এতে খরচ বেশি হয়।

ব্রিজ নির্মান ধীরগতি ও বন্ধের বিষয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোকজনের সাথে একাধিকবার মুঠাফানে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার ব্যবহৃত ফানটি বন্ধ পাওয়া যায়।

গাংনী উপজলা প্রকৌশলী ফয়সাল হোসেন বলেন, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের লোকজন সঠিক সময় কাজ শুরু করলেও পরে তাদের অর্থনৈতিক জটিলতা দেখা দেয়। শ্রমিক অসন্তোষের কারনে কাজটি বন্ধ ছিল। বেশ কয়েকবার তাগিদ দেয়ার পর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করছে। কাজ শেষ করার জন্য কাজের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে জানান এই কর্মকর্তা।

কোটা সংস্কার আন্দোলনে সহিংসতা মামলায় পাশা

চেয়ারম্যানের ছেলে গ্রেপ্তার

কোটা সংস্কার আন্দোলনে কুষ্টিয়ায় সহিংসতার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গাংনীর এক ইউপি চেয়ারম্যান ও যুবলীগ নেতার ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। গ্রেপ্তার কিশোরের নাম আশফাক উজ জামান সৌরভ (১৮)।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে বাড়ি থেকে সৌরভকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে কুষ্টিয়া মডেল থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পুলিশ গতকাল শুক্রবার আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠিয়েছে।

তিনি মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও মিনাপাড়া গ্রামের আনোয়ার হোসেন পাশার ছেলে। আনোয়ার হোসেন ওই ইউনিয়ন যুবলীগ সভাপতি।

পুলিশ বলছে, কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় সহিংসতার ঘটনায় জড়িত সৌরভ। ভিডিও ফুটেজ দেখে শনাক্তের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া গোয়েন্দা পুলিশের ওসি শেখ সোহেল রানা জানান, চৌড়হাস ফুলতলা এলাকায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনায় মামলার পর ভিডিও ফুটেজ পর্যালোচনা করে অভিযান চালানো হয়। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা থেকে ওই ছেলেকে গ্রেপ্তার করে কুষ্টিয়া মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১৭ জুলাই বিকেলে শহরের চৌড়হাস ফুলতলা এলাকায় হত্যার উদ্দেশ্যে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও মোটরসাইকেলে আগুন দিয়ে পোড়ানোর ঘটনায় ১৮ জুলাই রোহাজ আরেফিন ওরফে রাব্বি (২৪) নামের এক তরুণ বাদী হয়ে একটি মামলা করেন। মামলায় অজ্ঞাতনামা ১৫০ থেকে ২০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

ঘটনার দিন বিকেলে কোটা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তিন দফায় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে ছাত্রলীগের ফেলে যাওয়া সাতটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করেন কোটা আন্দোলনকারীরা। পরে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন। ওই মামলায় সিসি টিভি ফুটেজ দেখে জড়িতদের গ্রেপ্তার করছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী।

স্থানীয়রা গ্রেপ্তার কিশোরের বাবার পদপদবির বিষয়টি নিশ্চিত করে

জানিয়েছেন, আনোয়ার হোসেন পাশা চেয়ারম্যানের চাচা মকবুল হোসেন ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি। তিনি মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এবং ২০১৪ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত দুইবারের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ছিলেন। আরেক চাচা গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন।

মুঠোফোনে ছেলের গ্রেপ্তারের বিষয়ে জানতে চাইলে আনোয়ার হোসেন পাশা বলেন, সৌরভ কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন স্কুল এন্ড কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। শহরের পেয়ারাতলার একটি ম্যাসে থেকে পড়াশোনো করতো। বৃহস্পতিবার দিকবাগত রাত ১টার দিকে ডিবি পুলিশ তাকে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। পুলিশের অভিযোগ কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় সহিংসতার ঘটনায় নাকি আমার ছেলে জড়িত। ফুটেজ দেখে তারা সনাক্ত করেছে।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) মোহাম্মদ মাহফুজুল হক চৌধুরী বলেন,শুক্রবার দুপুরে মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে সৌরভকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে

মেহেরপুরে ব্যবসায়ীক দ্বন্দ্বে পুকুর থেকে মাছ চুরির অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার ফতেপুর গ্রামে ব্যবসায়ীক দ্বন্দ্বের কারণে একটি পুকুর থেকে দিনদুপুরে পুকুরের পাহাদারকে তারিয়ে দিয়ে প্রায় ১৫ লাখ টাকার মাছ চুরি করে নিয়ে গেছে দুর্বত্তরা। গত বুধবার (২৪ জুলাই) বিকেলে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার বিবরণ ও পুকুরের মালিকরা জানান, মেহেরপুর পৌর শহরের মাঠ পাড়ার মোঃ মসলেম আলীর ছেলে মোঃ রাকিবুল ইসলাম ও মোঃ হজরত আলীর ছেলে মোঃ দেলোয়ার হোসেন লিজ নিয়ে সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামের একটি ১০ বিঘা পুকুররে মাছ চাষ করছিলেন।

সেই থেকেই মোঃ রাকিবুল ইসলাম মাছ চাষ করে আসছেন আর মোঃ দেলোয়ার হোসেন দেখাশোনার কাজ করতেন।

গত বুধবার (২৪ জুলাই) দিনেদুপুরে মোঃ দেলোয়ার হোসেন ৫-৬ জন দুর্বৃত্ত নিয়ে সেই পুকুরে পাহাদারকে ভয় দেখিয়ে তারিয়ে দিয়ে জাল দিয়ে রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার, পাঙ্গাসসহ বিভিন্ন জাতের মাছ চুরি করে নিয়ে যায়।

চুরির পর অভিযুক্ত ভুক্তভোগীর সাথে দেখা করতে এসে ৫ লক্ষ টাকা চাঁদাও দাবি করে বলে জানান তিনি।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত দেলোয়ার হোসেন বলেন, আমরা দুজনে মিলে পুকুরটি লিজ গ্রহণ করছিলাম। দীর্ঘ ৬ বছর আমরা মাছ চাষ করে আসছি। হঠাৎ রাকিবুল ওই পুকুরের উপর হাঁস চাষ শুরু করে আমাকে বাদ দিয়ে। এইসময় রাকিবুল ইসলাম বলেন পুকুর আমি একা একা চাষ করবো। তখন আমি বলি তাহলে আমার পাওয়া টাকা দিয়ে দেন। রাকিবুল দিতে অস্বীকার করে যার জন্য আমি থানায় জিডি ও কোটে মালমা করেছি।

এই বিষয়ে সদর থানার ওসি সেখ কনি মিয়া বলেন, অভিযোগ এখনো পাওয়া যায় নি। অভিযোগ আসলে বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত পদক্ষেপ দেওয়া হবে।

গাংনীর চাঞ্চল্যকর সুন্দরী বেগম হত্যা মামলার আসামি হাত পা বাঁধা অচেতন অবস্থায় উদ্ধার

গাংনী উপজেলার বামন্দীতে চাঞ্চল্যকর সুন্দরী খাতুন হত্যা মামলার এজাহার নামীয় আসামি জামিরুল(৪৫)কে হাত পা ও মুখ বাঁধা অচেতন অবস্থায় একটি বাগান থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জামিরুল ইসলাম বামন্দীর চাঞ্চল্যকর সুন্দরী বেগম হত্যা মামলার এজাহার নামীয় দুই নম্বর আসামি ও কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার শিতলাইপাড়া গ্রামের আবু আফনের ছেলে।
তবে, জামিরুল ইসলামের দাবি মামলার বাদি রেজাউল হক তার ছেলে সিরাজ ও সিরাজের ছেলে ইলিয়াস হোসেনের দাবিকৃত তিন লাখ টাকা দিতে না পারায় তারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে।

জামিরুল ইসলাম বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে সেখানেই কথা হয় এই প্রতিবেদকের। তবে রাত হওয়ায় অভিযুক্তদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

জামিরুল জানান, ২০২০ সালের ২৮ মে গাংনীর বামন্দীতে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে আমার চাচী সুন্দরী বেগমের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। আমার চাচাকেও আহতাবস্থায় উদ্ধার করে। ওই ঘটনায় আমার চাচীর মোবাইল ফোনের কল রেকর্ড ধরে পরের দিন ২৮ মে আমাকে আটক করেন ডিবি পুলিশ। হত্যাকান্ডের ঘটনায় বাড়ির মালিক রেজাউল হক বাদি হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করেন। আমাকে ওই মামলায় দুই নম্বর আসামি করা হয়। এই মামলা থেকে বাঁচানোর জন্য তিন লাখ টাকা দাবি করে আসছেন বাদি রেজাউল হক। গত বুধবার (২৪ জুলাই) আমি মেহেরপুর কোর্টে হাজিরা দিয়ে বামন্দীতে আসি। বামন্দীতে একটি স্থানে আমার সাথে বাদি রেজাউল হক তার ছেলে সিরাজুল ইসলাম ও সিরাজুল ইসলামের ছেলে ইলিয়াস হোসেনের সাথে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায় আমাকে চা খেতে দেন তারা। চা পান করার ১৫/২০ মিনিটের মধ্যে আমি চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করি। আমার জ্ঞান থাকা অবস্থায় তারা কারেন্টের তার গলায় পেঁচিয়ে হত্যার চেষ্টা করেন। আমি মারা গেছি ভেবে একটি বাগানের মধ্যে হাত পা ও মুখ বেঁধে ফেলে রেখে যায়। তারপর আর কিছু বলতে পারবো না।

ফ্লাশব্যাক ২০২০ সাল :
২৮ মে সকালের দিকে গাংনীর বামন্দীতে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে সুন্দরী বেগম নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। একই ঘরের চৌকির ওপর থেকে সুন্দরী বেগমের স্বামী রুস্তম আলীকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তাদের উদ্ধারের পর ক্লুলেস এই হত্যাকান্ডটি নিয়ে মাঠে নামেন তৎকালীন জেলা পুলিশ। ঘটনার ২৪ ঘন্টা পার হতে না হতেই হত্যাকান্ডের রহস্য উদঘাটন করে পুলিশ। মোবাইল ফোনের কল রেকর্ডের সূত্র ধরে দৌলতপুর উপজেলার শিতলাইপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে আটক করে নিহত সুন্দরী বেগমের ভাসুর আবু আফ্ফানের ছেলে জামিরুল ইসলামকে।

পরে তৎকালীন মেহেরপুর পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী নিজ কনফারেন্স রুমে সাংবাদিকদের সাথে ব্রিফ করেন এই হত্যাকান্ড নিয়ে। হত্যাকান্ডের রহস্য উদঘাটন করে তিনি বলেন, জমি বিক্রির টাকা লুট করতেই খুন করা হয় সুন্দরী বেগমকে। সুন্দরী বেগম একটি জমি বিক্রি করতে ক্রেতার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা বায়না নিয়েছিলেন। সেই টাকা

ছিনতাই করতে একজন সহযোগীকে নিয়ে সুন্দরীকে হত্যা করেন ভাসুরের ছেলে জামিরুল ইসলাম। মামলাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলা হিসেবে আমলে নিয়ে রহস্য উদঘাটন করার জন্য জেলা গোয়েন্দা শাখাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। জেলা গোয়েন্দা শাখার তৎকালিন ভারপ্রাপ্ত ওসি জুলফিকার আলীর তদন্তে জামিরুল ইসলামকে আটক করেন। আটকের পর তাকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যাকান্ডের কথা শিকার করেন। পরে জামিরুলকে আদালতে নিলে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী দেন। এসময় তিনি সুন্দরী বেগম হত্যা ও জমি বিক্রির টাকা হাতিয়ে নেয়ার কথা স্বীকার করেন। সুন্দরী বেগমকে গলায় শাড়ি জড়িয়ে হত্যা করা হয়। এসময় স্বামী রুস্তম আলী বাঁধা দিলে কুড়াল দিয়ে তার ওপরও হামলা চালায় আসামিরা। দুজনই মারা গেছে ভেবে আসামিরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।
এঘটনায় মটমুড়া গ্রামের রেজাউল হক বাদি হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলার নং ১১০/২০ তাং ২৯/০৫/২০২০ ইং। এই মামলায় জামিরুল ইসলাম এজাহার নামীয় দুই নম্বর আসামি।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম বলেন স্থানীয়দের দেওয়া খব পেয়ে বামন্দীর একটি আমবাগান থেকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। সঠিকভাবে জ্ঞান ফিরলেই প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. মাসুদুর রহমান জানান, চেতনানাশক ঔষধ দিয়ে তাকে অজ্ঞান করা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা অবজারভেশনে রাখা হয়েছে।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন গুরুতর আহত

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে দুর্ঘটনায় চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে দু’জনকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার (২৬ জুলাই) রাত সাড়ে আটটার দিকে মেহেরপুর-

কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব হঠাৎপাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব মাঠপাড়া এলাকার মাহাবুবুল হকের ছেলে

রিমন (২৬), আব্দুল কুদ্দুছের ছেলে রকি (২০), আনছার আলীর ছেলে শাকিবুল (২৫) ও মেহেরপুর সদর উপজেলার মদনাডাঙ্গা গ্রামের হাসেম আলীর ছেলে মাইক্রোবাস চালক পলাশ (৩০)।

এদের মধ্যে মাইক্রোবাস চালক পলাশ ও শাকিবুলের অবস্থা আশংকা জনক হওয়ায় তাদের কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শি উজ্জ্বল জানান, গাংনী থেকে মেহেরপুরগামী একটি ড্রাম ট্রাককে ওভারটেক করতে গিয়ে মোটরসাইকেল আরোহী পলাশ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনের দিক থেকে আসা অপর একটি মোটরসাইকেলের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুটি মোটরসাইকেল রাস্তার উপর পড়ে যায় পরে আরেকটি মোটরসাইকেল এসে দুর্ঘটনা কবলিত মোটরসাইকেলের উপর আঁচড়ে পড়লে তিনটি মোটরসাইকেলের চারজনই গুরতর আহত হন। পরে তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে র জরুরি বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক সিমা বিশ্বাস জানান, আহতদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর ইনজুরি হয়েছে। শাাকিবুল ও পলাশের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। বাকিদের ভর্তি রাখা হয়েছে।

গাংনীতে ফেনসিডিলসহ মাদক কারবারী আটক

৩০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ জনিরুল ইসলাম ওরফে জনি (৩৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। এসময় একটি রেজিষ্ট্রেশনবিহীন

পালসার মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

জনিরুল ইসলাম গাংনী উপজেলার মহম্মদপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে।

গতকাল শুক্রবার সকাল ৮ টার দিকে দেবিপুর-তেরাইল রাস্তার মাঝখানে অভিযান চালিয়ে তাকে ফেনসিডিল সহ আটক করা হয়।

বামন্দী পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ এসআই শরিফুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ এই অভিযান চালান।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মাদক উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দিয়ে আটক জনিকে গতকাল শুক্রবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে সড়কে প্রাণ হারালেন প্রতিবন্ধী নারী

মেহেরপুরের গাংনীতে গরু বোঝাই দ্রুতগামি স্যালোইঞ্জিন চালিত লাটাহাম্বার চাকায় শাড়ি আটকিয়ে প্রাণ হারালেন নিছারন নেছা (৫৫) নামের এক মানসিক প্রতিবন্ধী।

শনিবার (২৭ জুলাই) সকাল সাড়ে নয়টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার চোখতোলা মাঠ নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিছারন নেছা উপজেলার কাষ্টদহ গ্রামের আব্দুল মোতালেবের মেয়ে। ঘটনার পরপরই লাটাহাম্বার চালক ও গরুর মালিকরা গরু নিয়ে পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা জানান, মানসিক প্রতিবন্ধী নিছারন নেছা চোখতোলা হতে জোড়পুকুরিয়ার দিকে রাস্তার ডান পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন। গরু বোঝাই লাটাহাম্বারটি বামন্দী থেকে গাংনীর দিকে আসছিলো। দ্রুত

গতির লাটাহাম্বারটি ঢালাই রাস্তা থেকে নতুন নির্মিত রাস্তায় নামার সময় স্থানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই নারীর উপর উঠে যায়। এসময় চাকার সাথে শাড়ি আটকিয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। এর পরপরই পালিয়ে যায় লাটাহাম্বার চালক ও গাড়িতে থাকা গরু ব্যবসায়ীরা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করেছে।

গাংনীতে জমি নিয়ে সংঘর্ষ; একই পরিবারের তিনজন আহত

জমির পথ ও ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে সৎ ভাইয়ের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষে তিন জন আহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১ টার দিকে গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহতরা হলেন, চরগোয়াল গ্রামের স্কুলপাড়া এলাকার খেদালি মোল্লার সানারুল ইসলাম (৫৫) তার ভাই শাহিন আলী (৪৫) ও ভাইস্তে বানারুল ইসলামের ছেলে রাজিব হোসেন (২২)।

আহত সানারুল ইসলাম জানান, ১ বিঘা জমির ভাগাভাগি ও পথ নিয়ে কালুর ছেলে আব্দুল্লাহ ও সিরাপ আলীর সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ গ্যাঞ্জাম চলছিল। গতরাতে এ নিয়ে কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে আব্দুল্লাহ ও সিরাপ আলীর নেতৃত্বে তাদের নারী সদস্য মঞ্জুরা, আঙ্গুরা, জেলেহার ও তাদের লোকজন আমাদের উপর হামলা চালিয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

গাংনীতে মশার কয়েলের আগুনে ভস্মীভূত কৃষকের গোয়ালের গরু ও ছাগল

গাংনীতে মশার কয়েল থেকে সৃষ্ট ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে আরমান আলী নামের এক কৃষকের গোয়াল ঘরে থাকা ১ টি গরু ও ৪ টি ছাগল পুড়ে ভস্মিভূত হয়েছে। একই সাথে পুড়েছে আরমান আলীর খড়ির ঘর ও রান্না ঘর। এসময় গরু ছাগল বাঁচাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন গৃহকর্তা আরমান আলী। সে বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২৫ জুলাই) দিবাগত মধ্যরাতে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের কল্যাণপুর গ্রামের উত্তরপাড়ায় এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক আরমান আলী।

জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দেড় টার দিকে আরমান আলীর গোয়ালঘরে মশার কয়েল থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। আগুন মুহূর্তে গোয়ালঘর থেকে পাশের রান্নাঘর ও খড়ির ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। এসময় পরিবারের লোকজনের হৈ চৈ শুনে প্রতিবেশিরা এগিয়ে আসেন। আগুন ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়রা পানি ছিটিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টার পাশাপাশি বামন্দী ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। খবর পেয়ে বামুন্দী ফায়ার সার্ভস ও সিভিল ডিফেন্সের পানি বাহী গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও ততক্ষনে আরমান আলীর গোয়াল ঘরে থাকা ১টি গরু ও চারটি ছাগল পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। এছাড়া ছাগল ও গরু পুড়ে ভস্মিভূতের পাশাপাশি বিভিন্ন মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের সদস্য কাওছার আলী অগ্নিকান্ডের ঘটনাটি নিশ্চিত করে বলেন, এবিষয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউপি চেয়ারম্যান ও প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।

আরমান আলী বলেন, গরু ও ছাগলকে মশা থেকে সুরক্ষা দিতে গোয়াল ঘরে কয়েল ও নুন্দি জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল। মশার কয়েল থেকে সৃষ্ট হয়েছে আগুনের সূত্রপাত। আগুন লাগার সাথে সাথে পরিবারের সদস্যরা পানি ছেটানোর পাশাপাশি পাড়ার লোকজনকে ডাকি। তারাও ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু সব চেষ্টায় ব্যার্থ। আগুনে পুড়ে আমার সবকিছু শেষ হয়েছে।